যুগান্তর

তারিখ ....27. JUL. 2016..
পৃষ্ঠা ..২..৩ কলাম.২......

আদালতের রায় বাস্তবায়ন

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধ

মুসতাক আহমদ

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার বেসরকারি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের আদেশ জারি করে.শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একইসঙ্গে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব আউটার ক্যাম্পাসও বন্ধ করে দেয়া হয়। দারুল ইহসানের প্রত্যেক শিক্ষার্থী কর্তৃপক্ষের কাছে ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। এছাড়া আউটার ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের মূল প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনতে হবে। দারুল এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস বন্ধের সিদ্ধান্ত জনস্বার্থে ব্যাপকভাবে প্রচারের লক্ষ্যে মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। রায়ের আদেশ অনুযায়ী এসব তথ্য সংবাদপত্রে প্রচার এবং পর পর ৭ দিন বিটিভিসহ ৫টি টিভি চ্যানেলের স্ক্রলে প্রচারের অনুরোধ করা হয়েছে।

» দারুলে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা ৫ লাখ টাকা দাবি করতে পারবে

» সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসও বন্ধ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলাল উদ্দিন মঙ্গলবার বিকালে যুগান্তরকে বলেন, 'আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে এখন থেকে দেশে দারুল ইহসান নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না।' তিনি আরও বলেন, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসও বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে অনুমোদনকালীন ঠিকানার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর কোনো ক্যাম্পাসও থাকবে না। আউটার ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের মূল ক্যাম্পাসে এসে কোর্স শেষ করতে হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ১৩টি রিট মামলা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে এনে শুনানি শেষ করা হয়। ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

১৩ এপ্রিল এর রায় দেন হাইকোর্ট। ১২৬ পৃষ্ঠার ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি কয়েকদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছায়। এতে দুটি রায়সহ বেশকিছু নির্দেশনা আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী দারুলের ট্রাস্টি বোর্ড বা মালিকদের কাছে ৫ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় ভুল বোঝানোর দায়ে ইউজিসি সচিব এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক পরিচালক ড. মো. খালেদ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আসমা তানকীনকে ৫ লাখ করে টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, 'জরিমানার অর্থ দণ্ডপ্রাপ্তদের ব্যক্তিগতভাবে (জরিমানা) পরিশোধের কথা বলা আছে। এতে এলএলবি শিক্ষা নিয়ে অনেক ফাইন্ডিংস আছে। এই প্রোগ্রাম চালাতে কী কী শর্ত ও যোগ্যতা থাকতে হবে তা উল্লেখ আছে। ইউজিসি, বার কাউন্সিল এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কেও এ ব্যাপারে করণীয় নির্দেশ করা হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, রায়ে ড. মো. খালেদকে দেয়া অর্থ দণ্ডাদেশের অংশসহ কয়েক পৃষ্ঠা মঙ্গলবারই ই-মেইলে ইউজিসিতে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, ড. খালেদের ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, তিনি (খালেদ) ইউজিসি কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে দারুল ইহসানকে এলএলবি (আইন) প্রোগ্রামের অনুমোদন দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রভাব বিস্তার করেছেন। সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশের পর ড. খালেদ মঙ্গলবার স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে বলেছেন, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার বা কর্তৃপক্ষকে ভুল বোঝাননি। নিজের দোষ তিনি অন্য কর্মকর্তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছেন বলেও জানা গেছে।

এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান যুগান্তরকে বলেন, 'ব্যক্তিগতভাবে সচিবকে জরিমানা পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। তবে সচিব দণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ায় ইউজিসি এই রায়ের ব্যাপারে আপিল করবে। তিনি (সচিব) যদি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ভুল করে থাকেন, তাহলে আদালত সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেবেন।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০১১ সালের ২৫ নভেম্বর দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। দীর্ঘ তদন্ত শেষে ওই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিজিটিং প্রফেসর ও সৌদি আরবে বসবাসকারী অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। ড. আশরাফের মৃত্যুর পর তার অনুজ ড. আলী নকী ১৯৯৮ সালের দিকে দারুলের দায়িত্ব নেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শেষপর্যন্ত এর চারটি মালিক পক্ষ তৈরি হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে লাগামহীন সনদ বাণিজ্যের অভিযোগ আছে।

এর আগে ২০০৫ সালে তৎকালীন সরকার ৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছিল। তবে নানা আইনি প্রক্রিয়া শেষে ওইগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে দুটি চালুর অনুমতি পেয়েছে।

আউটার ক্যাম্পাস : ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস, সাউদার্ন, ইবাইস, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কুইন্সসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস আছে। এছাড়া বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম অবৈধ ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে। ইউজিসি বলছে, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাস এখন বন্ধ করতে হবে। সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রিটানিয়া ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে বলে ২৮ জানুয়ারির গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করে ইউজিসি। এতে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করা হয়। সংস্থাটি শিগগিরই একই ধরনের আরেকটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে বলে জানা গেছে।